বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম্

প্রিয় দেশবাসী
আস্‌সালামু আলাইকুম্

১। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে আমি দ্বিতীয়বারের মত আপনাদের সামনে সরাসরি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছি।

২। দারিদ্র্যপীড়িত জনবহুল আমাদের দেশের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের অনেকটাই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর। তাই সীমিত সময়ে দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক কল্যাণমুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের একটি মজবুত ভিত নির্মাণের প্রয়াস আমরা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্যচ্যুত হইনি। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের আমদানি পণ্যের অনেকগুলোর দাম প্রায় দ্বিগুণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনগুণের চেয়ে বেশি বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর নেতিবাচক প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের অর্থনীতির উপরও পড়েছে।

৩। একইসাথে বর্তমান অর্থবছরে আমাদেরকে দু’ দু’টি বন্যা ও সিডরের মতো প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগও মোকাবেলা করতে হয়েছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর এতসব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অভিঘাত (shocks) পূর্বে কখনও এভাবে একসাথে আসেনি। দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে আমাদের সরকার সাফল্যের সাথে সকল বাধাবিপত্তি মোকাবেলা করেছে এবং এসব দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমি বন্যা এবং সিডরে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের জানাই আমার গভীর আন্তরিক সমবেদনা।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব পরিস্থিতি
প্রিয় দেশবাসী

৪। ২০০৭-এর গোড়াতে ব্যারেলপ্রতি অপরিশোধিত পেট্রোলজাত দ্রব্যের দাম ছিল ৫০ ডলার, যা ২০০৮ সালের গোড়াতে দাঁড়ায় ১০০ ডলারে; আর এখন সেটা ১৩০ ডলারের ওপরে। এ সময়ে সারের দাম বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। আর চালের দাম বেড়েছে টনপ্রতি ৩০০ ডলার থেকে ১ হাজার ডলারে, গমের দাম টনপ্রতি

২০০ ডলার থেকে ৪০০ ডলারে। একইসাথে বেশ কয়েকটি জনবহুল দেশের ক্রমাগত উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্যের বিকল্প ব্যবহারজনিত কারণে বেড়ে গেছে খাদ্যপণ্যের চাহিদা ও খাদ্যমূল্য। বিপন্ন হয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা।

৫। উপরন্তু ২০০৭-এর মধ্যভাগে যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন খাতে সৃষ্ট বিপর্যয় ক্রমান্বয়ে উন্নত বিশ্বের আর্থিক খাতকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং এর অভিঘাত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনীতি (real economy)-র ওপরও ছড়িয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে নিম্নমুখী। ২০০৬ সালে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ শতাংশ, তা ২০০৮-এ ৩.৭ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

দেশীয় প্রেক্ষাপট

প্রবৃদ্ধি

প্রিয় দেশবাসী

৬। আগেই বলেছি, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অভিঘাত আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে সরকারের সর্বাত্মক কৃষি পুনর্বাসন এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এ নেতিবাচক প্রভাব অনেকাংশে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। এবছর বোরোর উৎপাদন ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন অতিক্রম করবে বলে অনুমিত হয়েছে।

৭। চলতি অর্থবছরে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.২ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় কিছুটা কম হলেও প্রবৃদ্ধির এ হ্রাসের মাত্রা এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ দেশের তুলনায় কম। সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক পর্যালোচনায় দেখা যায় – কোন বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে আগামী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ হবে।

৮। চলতি অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ দাঁড়াবে জিডিপি-র ২৪.২ শতাংশ। এ হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কম। এ সময়ে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ জিডিপি-র ০.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও জনখাতে বিনিয়োগ (public sector) জিডিপি-র ০.৪ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে জাতীয় সঞ্চয় (Gross National Savings) জিডিপি-র ১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়াবে ২৯.৫ শতাংশে।

কাজেই মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিদ্যমান।

মূল্যস্ফীতি

প্রিয় দেশবাসী

৯। দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদনক্ষতি এবং একইসাথে খাদ্যসামগ্রীর আমদানিমূল্য বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি জনজীবনকে অনেকটা বিপর্যস্ত করেছে – এটা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই। ডিসেম্বর মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে ১১.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ইতোমধ্যে তা কমতে শুরু করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে – বর্তমানে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে।

১০। সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বাত্মক প্রয়াস নেয় এবং বিভিন্ন মেয়াদের কার্যক্রম গ্রহণ করে। স্বল্পমেয়াদে বিডিআর-এর ডাল-ভাত কর্মসূচি, খোলাবাজারে কম মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়, খাদ্যশস্য ও ভোজ্যতেল আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার, খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি, বেসরকারিভাবে খাদ্যশস্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণের সুদের হার হ্রাস, নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষণ এবং ভোজ্যতেলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বেঁধে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১১। মধ্যমেয়াদে আমরা খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে পাইকারি বাজার গড়ে তোলা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। মূল্যস্ফীতি রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক উৎপাদন ও বিপণনবান্ধব মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। একইসাথে কৃষিক্ষেত্রে বাম্পার ফলন এবং ২০০৮-এর শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি গড়ে ৯ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব পরিস্থিতি (Fiscal Outturns)

প্রিয় দেশবাসী

১২। প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও দারিদ্র্য নিরসনমুখী ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বাড়ানো অত্যাবশ্যক। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত কম। বাংলাদেশে এ অনুপাত ১১ শতাংশের কাছাকাছি – যা অনেক প্রতিবেশী দেশের অর্ধেক। এ কারণেই ব্যয়-জিডিপি অনুপাতও বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম রয়ে গেছে।

১৩। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নকালে রাজস্ব-জিডিপি-র অনুপাত বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়। সে অনুযায়ী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিরল নজির সৃষ্টি হয়েছে এবং ৫৭ হাজার ৩০১ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬০ হাজার ৫৩৯ কোটি টাকা আদায় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি-র ১১.৩ শতাংশ)। এটা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় জিডিপি-র ১ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের মূল প্রাক্কলনের তুলনায়ও ৩ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা বেশি (জিডিপি-র ০.৬ শতাংশ)।

১৪। বৃহৎ করদাতা সনাক্ত করা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈধভাবে উপার্জিত অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান, আয়কর আদায়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা, স্বেচ্ছায় কর প্রদানে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, চট্টগ্রাম বন্দরে নিবিড় তত্ত্বাবধান, রপ্তানিপণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও যৌথবাহিনীর তদারকি – এসব সংস্কার মূলক কার্যক্রম পরিচালনার ফলে এবছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১৫। চলতি অর্থবছরে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৫ শতাংশ) থেকে বেড়ে ৮৬ হাজার ৮৫ কোটি (জিডিপি-র ১৬.১ শতাংশ) টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রাক্কলিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি-র ৪.২ শতাংশ থেকে (বিপিসি'র ক্রমপুঞ্জীভূত লোকসান থেকে উদ্ভূত দায় বাদে) বেড়ে ৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই বাজেট ঘাটতির ২.৫ শতাংশ অর্থায়িত হচ্ছে সহজ শর্তে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য থেকে। অবশিষ্ট ঘাটতি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মেটানো হবে। অভ্যন্তরীণ ঘাটতি অর্থায়ন মূল প্রাক্কলন জিডিপি-র ২.২ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ২.৩ শতাংশে দাঁড়াবে।

১৬। আন্তর্জাতিক বাজারে সার এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হলেও অভ্যন্তরীণ মূল্য সমন্বয় করা হয়নি। ফলে চলতি অর্থবছরে অতিরিক্ত ১৫ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৩ শতাংশ) প্রচ্ছন্ন আধা-রাজস্ব দায় (hidden quasi-fiscal costs) সৃষ্টি হয়। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই – রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ফলে এ বিপুল দায়ের মধ্য হতে ১১ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২.২ শতাংশ) সংশোধিত বাজেটেই সঙ্কুলান করা হয়েছে। বন্যা ও সিডর পুনর্বাসন কার্যক্রমের ব্যয়ভার মিটিয়েও তা সম্ভব হয়েছে।

১৭। ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ত কেবল বিপিসি-র ক্রমপুঞ্জীভূত দায় পরিশোধের জন্য চলতি অর্থবছরে সরকার দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে ৭ হাজার ৫২৩ কোটি টাকার দায় গ্রহণ করেছে – যা জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ। সুতরাং সবমিলিয়ে চলতি অর্থবছরের বাজেট থেকেই জিডিপি-র ৩.৬ শতাংশ পরিমাণ প্রচ্ছন্ন আধা-রাজস্ব ব্যয় মেটাতে হচ্ছে।

১৮। সরকারের মোট ঋণস্থিতি (debt stock) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল মোট জিডিপি-র ৪৬.৫ শতাংশ। ধারণযোগ্যতার যে কোন মাপকাঠিতে এই ঋণস্থিতি সহনীয়। চলতি অর্থবছরে এ দায়ভার আরও কমে এসে দাঁড়াবে জিডিপি-র ৪৫ শতাংশে।

মুদ্রা ও আর্থিক নীতি

প্রিয় দেশবাসী

১৯। অর্থনীতির চাকা সচল রাখার উদ্দেশ্যে সহায়তামূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় – যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ১৬.৬ শতাংশ। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে দীর্ঘমেয়াদি শিল্পঋণ বিতরণ বেড়েছে ৬৬.১ শতাংশ – যা ২০০৬-০৭-এ একই সময় ছিল মাত্র ২৬.৪ শতাংশ। জুলাই-এপ্রিল সময়ে কৃষিঋণ বিতরণ বেড়েছে ৫৬.৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে তা ৭.৮ শতাংশ কমেছিল।

পুঁজিবাজার

২০। জানুয়ারি ২০০৭-এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন ছিল ৩১ হাজার ৭০৯ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৭ শতাংশ)। তা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে মে ২০০৮-এ ৮৮ হাজার ১৯৫ কোটি টাকায় (জিডিপি-র ১৬.৪ শতাংশ) উন্নীত হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৭-এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার মূল্যসূচক ছিল ১৫৮২, তা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে মে ২০০৮-এ ৩১৬৮-তে দাঁড়িয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ ও শিল্পখাতে সরকারি মালিকানাধীন বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পুঁজিবাজারে অফলোডিং-এর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ ভবিষ্যতে শিল্পায়ন ও কর্মসৃজনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে যথাযথ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বৈদেশিক খাত
প্রিয় দেশবাসী

২১। অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানির ফলে এ বছর আমদানিব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৯ শতাংশ। এ অর্থবছরে আমদানির প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৫ শতাংশ। প্রথম ৬ মাসে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার পরও আমাদের রপ্তানি খাত দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৪ শতাংশ। এ অর্থবছরে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫ শতাংশ।

২২। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেমিট্যান্স খাতে জোরালো প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩১.৫ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিদেশে গমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ – যা এ যাবতকালের মধ্যে একক বছরে সবচেয়ে বেশি।

২৩। সামগ্রিকভাবে ২০০৭-০৮-এর জুলাই-মার্চ সময়ে লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ৩৯০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত রেকর্ড করা হয়েছে। মে ২০০৮-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-এর স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। রিজার্ভ-এর এই উচ্চস্থিতি ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

২৪। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি বড় অঙ্গীকার হচ্ছে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন আধুনিক মনন ও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যাপক সংস্কার। আপনারা জেনে খুশি হবেন – দেড় বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে আমাদের সরকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে পুনর্গঠন ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬২টি নতুন অধ্যাদেশ ও নীতিমালা জারি করেছে।

২৫। আপনারা জানেন, কয়েক যুগের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বহু কাঙ্ক্ষিত **বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ** আমরা সুসম্পন্ন করেছি। **সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশন** গঠনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারপতি নিয়োগের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ গত বছর নভেম্বর

থেকে কার্যকর হয়েছে। এই প্রথম পার্বত্য জেলাসমূহে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি আদালত অন্যান্য জেলার মত কাজ শুরু করেছে।

২৬। নতুন আঙ্গিকে **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন** প্রণীত হয়েছে। ইতোমধ্যেই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান দেশে এবং বিদেশে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছে।

প্রিয় দেশবাসী

২৭। **নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পুনর্গঠন** করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে একটি স্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ব্যাপক পরিসরে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় আধুনিক প্রযুক্তিতে **ভোটার নিবন্ধন** কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন করে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার (database) গড়ে তোলা হয়েছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে **ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭**। প্রত্যেক নাগরিকের অনুকূলে **জাতীয় পরিচয়পত্র** প্রদানের জন্য **জাতীয় পরিচয় ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০০৮** অনুমোদন করা হয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হবে। কমিশনের এই কর্মসূচি গণতন্ত্রের পথে আমাদের অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

২৮। এই সুযোগে আমি জানাতে চাই – বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও পুনর্গঠন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

২৯। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দেশে প্রচলিত পুরনো ও জটিল বিধিবিধানসমূহ সংস্কার করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন** (Regulatory Reforms Commission) গঠন করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান পরীক্ষানিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়ন শুরু করেছে।

৩০। সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার **বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম** (Bangladesh Better Business Forum) গঠন করেছে। যার মাধ্যমে ব্যবসায়ীসমাজ সরকারের

উর্ধ্বতন নীতিনির্ধারকদের সাথে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খোলামেলা মতবিনিময় করতে পারবেন। জেলা পর্যায়ের চেম্বারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস – সরকারের গৃহীত এ সংস্কার কর্মসূচি ব্যবসাবাণিজ্য প্রসার ও বিনিয়োগে কাঙ্ক্ষিত গতি সঞ্চার করবে।

৩১। ফলপ্রসূ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন **সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ অংশগ্রহণ**। এ কৌশল অনুসরণ করে মুন্সীগঞ্জ ও ফেনীতে দু'টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপনের কাজ চলছে। স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা খাতের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ অংশীদারিত্বে পরিচালিত হচ্ছে। পর্যটন খাতের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাদি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সরকারি জমিতে ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের আবাসন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১ হাজার ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৮-এর মধ্যে আরও ৫ হাজার ফ্ল্যাট হস্তান্তর সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রিয় দেশবাসী

৩২। সরকার তৈরি পোশাক খাত ছাড়াও অন্যান্য **শতভাগ রপ্তানিমুখী খাতকে** বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রপ্তানি ভর্তুকি খাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গড়ে ৭০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ রাখা হলেও চলতি অর্থবছরে বকেয়াসহ এ খাতের চাহিদা মেটানোর জন্য সংশোধিত বরাদ্দ ১ হাজার ২৭০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এ খাতে ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। **বীমা শিল্পের** নিয়ন্ত্রণ কাঠামো জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারির বিষয়টি চূড়ান্ত প্রায়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ও ত্বরিৎ কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সেলকে (WTO Cell) শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩৩। **ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংস্কারের** অংশ হিসেবে ভূমিসংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ ও বিধিবিধানের হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একটি কমিটির মাধ্যমে এগুলো হালনাগাদ ও সংশোধন করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ভূমিহস্তান্তর দলিলের ফরম সহজ করা হয়েছে এবং পেঅর্ডারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি ফিস প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রায়তন প্লটমালিকদের অসুবিধা নিরসনকল্পে ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে।

৩৪। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভূমিব্যবস্থাপনার সনাতনী পদ্ধতিকে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট ভিত্তিতে ঢাকা জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তা বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমান সরকারের আমলে সারাদেশে সরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ২৫ হাজার একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে।

৩৫। নানা কারণে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনার বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা পর্যাপ্ত নয়। এতে বিপুলসংখ্যক মামলা বিভিন্ন আদালতে দীর্ঘকাল অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর ফলে প্রচুর সরকারি সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ায় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে সরকার **এটর্নি সার্ভিস** গঠনের প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়ন করেছে। বিবাহ রেজিস্ট্রারদের লাইসেন্স প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করে জেলা প্রশাসকদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৩৬। **১৮৬১** সনের **পুলিশ আইন**কে যুগোপযোগী ও জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে **পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭** প্রণয়নের জন্য জনগণের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। পুলিশের সাথে জনগণের সম্পর্ক সহজ করার জন্য থানা পর্যায়ে **উন্মুক্ত দিবস** (Open House Day) চালু করা হয়েছে। উন্নতমানের সেবা দেয়ার জন্য অনেকগুলো থানাকে **মডেল থানায়** উন্নীত করা হয়েছে। **কমিউনিটি পুলিশের** কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সবক'টি থানায় **সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার** গঠন করা হচ্ছে।

৩৭। **দুর্নীতি বিরোধী অভিযান** পরিচালনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় **১** হাজার **২১৯** কোটি টাকা উদ্ধার করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি **মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮** প্রণয়ন করা হয়েছে এবং **এন্টি-টেররিজম অধ্যাদেশ, ২০০৮** অনুমোদিত হয়েছে। ফলে বিদেশে **পাচারকৃত অর্থ** ফেরত আনার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়ার পথ প্রসারিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর-এর নেতৃত্বে একটি আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

৩৮। **পাসপোর্ট ইস্যু ও নবায়নে** হয়রানি নিরসনকল্পে **১৭টি** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, **১৫টি** আঞ্চলিক অফিস, ট্রাস্ট ব্যাংকের **১৭টি** শাখা ও দেশের প্রধান ডাকঘর হতে পাসপোর্টের আবেদন ফরম গ্রহণ ও তা প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অচিরেই দেশের সকল জেলা হতে পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা শুরু হবে।

প্রিয় দেশবাসী

৩৯। বর্তমান সরকার **চট্টগ্রাম বন্দরের** দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুরু থেকেই ব্যাপক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ড বিলুপ্ত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা সীমিত করা হয়েছে। বন্দরসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ সংশোধন করে সময়োপযোগী করা হচ্ছে। জাহাজের গড় অবস্থানকাল জানুয়ারি ২০০৭-এ ছিল ৯ দিন। তা বর্তমানে ২.৯ দিনে নেমে এসেছে। কনটেইনারের গড় অবস্থান ১৪.৮ দিনে নেমে এসেছে। সব মিলে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ৪০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। **নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল** নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই এর ব্যবস্থাপনা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া দ্বীপে **গভীর সমুদ্র বন্দর** নির্মাণ প্রস্তাবের কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে।

৪০। গত বছরই আমি জানিয়েছিলাম যে, দীর্ঘ আট বছর পর **মংলা বন্দরে** জাহাজ আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। মংলা বন্দরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ড্রেজিং, বিভিন্ন জলযান এবং কার্গো হ্যান্ডলিং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। বন্দরের ২টি জেটি নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর (Build, Operate and Transfer, BOT) ভিত্তিতে পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৪১। দেশের **১৩টি স্থলবন্দরের** মধ্যে বেনাপোল বাদে আর সবক'টিই নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর (BOT) পদ্ধতিতে উন্নয়ন ও পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কয়েকটি স্থলবন্দর ইতোমধ্যে এ পদ্ধতিতে কার্যক্রম শুরু করেছে।

৪২। যেসব দেশে বাংলাদেশী জাহাজ চলাচল করে না সেসব দেশ হতে পণ্যবাহী জাহাজ বাংলাদেশে আসতে আগে থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হতো। **বাণিজ্য উদারীকরণের** দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সংশোধনের মাধ্যমে এ আবশ্যকতা রহিত করা হয়েছে।

৪৩। গাবখান খাল উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা-মংলা ও চট্টগ্রাম-মংলা নৌপথের দূরত্ব ৩০০ কিলোমিটার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নৌ দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে **নৌনিরাপত্তা ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা** নামে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের আওতায় একটি নতুন অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং নিমজ্জিত জলযান উদ্ধারের জন্য ২টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪৪। সংস্কার কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রাষ্ট্রীয় খাতের অতিরিক্ত **জনবল সুষমকরণ** ও ব্যয়হ্রাসপূর্বক লোকসান কমানো। এ কার্যক্রমের আওতায় এ অর্থবছরে ১৯ হাজার ২৭২ জন স্বেচ্ছাবসরে গিয়েছেন।

৪৫। বিপুল লোকসানে বিপর্যস্ত **বাংলাদেশ বিমান**কে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্য একটি সুদূরপ্রসারী সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনকে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়েছে। পেশাদার ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে বিমানের পরিচালনা পর্ষদ। বিমানের পুরনো বহর প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে বোয়িং কোম্পানির নিকট থেকে ৮টি উড়োজাহাজ ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় – এসব পদক্ষেপ অচিরেই বিমানকে মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

৪৬। বাণিজ্যিকভাবে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলার জন্য **বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড** (Bangladesh Telegraph & Telephone Board, BTTB)-কে কোম্পানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অবৈধ ভিওআইপি (Voice Over Internet Protocol, VOIP) ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছে। একটি নীতিমালার আওতায় খোলা হয়েছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভয়েস সার্কিট। এর ফলে টেলিযোগাযোগ খাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী

৪৭। **সোনালী, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংক**-কে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের পর পেশাদার ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে এগুলোর পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহে তথ্যপ্রযুক্তি প্রবর্তনসহ ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর মূলধন পুনর্গঠন সরকার অনুমোদন করেছে। অচিরেই এগুলোর সুফল প্রত্যক্ষ করা যাবে।

৪৮। ব্যাংকিং খাত সংস্কারের প্রক্রিয়ায় মূলধন পুনর্গঠন, পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করে **ব্যাংক কোম্পানি**

(সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ জারি করা হয়েছে। সংকটে পতিত **ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড**-কে পুনর্গঠন করে এর ৫০.১ শতাংশ শেয়ার সর্বোচ্চ দরদাতা বিদেশী বিনিয়োগকারীর নিকট বিক্রয় করা হয়েছে এবং ব্যাংকটি ইতোমধ্যেই আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড (ICB Islamic Bank Limited) নামে নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে। **বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা**কেও একীভূত করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের কাজ চলছে।

৪৯। কর্পোরেট সেক্টরসহ সরকারি খাতের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রম অধিকতর দক্ষতার সাথে তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (Financial Reporting Council) গঠনকল্পে **ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮** প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫০। **গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩** সংশোধনের মাধ্যমে **গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম** শহরাঞ্চলেও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৫১। সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে **সরকারের শেয়ার অফলোডিং**-এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে শেয়ারের যোগান বৃদ্ধির উদ্যোগ সম্পর্কে আমি গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও মেঘনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-এর শেয়ার পুঁজিবাজারে লেনদেন শুরু করেছে এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর শেয়ার অফলোডিং-এর কাজ চলছে। এছাড়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ৯টি, শিল্পখাতের ১০টি, টেলিযোগাযোগ খাতের ২টি প্রতিষ্ঠানের সরকারি শেয়ারের অংশ অচিরেই পুঁজিবাজারে অফলোডিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পুঁজিবাজারে সরকারি শেয়ারের পাশাপাশি মজবুত আর্থিক ভিতসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করার জন্য শেয়ারের বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি (Book Building System) চালুর বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

প্রিয় দেশবাসী

৫২। গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবা গ্রহীতার বিড়ম্বনা লাঘবের জন্য দেশের সকল সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব **সিটিজেন চার্টার** প্রকাশ

করেছে। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে যে কেউ জানতে পারবেন। সেবা পেতে কোন সমস্যা হলে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, **তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮**-এর খসড়া জনমতের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫৩। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও গুরুত্বপূর্ণ অফিসে **স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট** প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকগুলো মন্ত্রণালয় ও অফিসের ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে – যেগুলো যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ। **ই-সিটিজেন সার্ভিস** কার্যক্রমের আওতায় সকল মন্ত্রণালয় ও অফিসে ব্যবহৃত সরকারি ফর্মসমূহ ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটে (www.forms.gov.bd) দেয়া হয়েছে।

৫৪। গত বছরের বাজেট বক্তৃতার নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (Implementation, Monitoring and Evaluation Division, IMED) ওয়েবসাইটে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পের তালিকা এবং অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারের খাতওয়ারি ও বিভাগওয়ারি তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে। একই সাথে তিনটি সর্বোচ্চ লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন)-এর ত্রৈমাসিক কর্মকৃতি অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে দেখানো হচ্ছে। নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

পরিকল্পনা ও বাজেট ব্যবস্থাপনার সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

৫৫। **প্রথম দারিদ্র্য নিরসনের জাতীয় কৌশলপত্রের** বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০০৮-এ শেষ হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে **দ্বিতীয় কৌশলপত্র** প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে এবং জুলাই ২০০৮ হতে এর বাস্তবায়ন শুরু হবে। ২০১৫ নাগাদ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নতুন কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে এবিষয়ে ব্যাপক অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

৫৬। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস, ভর্তির হার বৃদ্ধি, নারীশিক্ষার উন্নয়ন, স্যানিটেশন কভারেজ সম্প্রসারণ এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। একইসাথে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও আমরা তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছি।

৫৭। জাতীয় কৌশলপত্রে ঘোষিত অগ্রাধিকারসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা সংবলিত আধুনিক ও গতিশীল বাজেট ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে প্রবর্তন করা হয়েছে **মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো**। এ পর্যন্ত মোট **১৬টি** মন্ত্রণালয়/বিভাগে এ পদ্ধতিতে বাজেট প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়েছে। এ কয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোট বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৪৮ শতাংশ সম্পদ ব্যবহার করে। মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়নে সম্পদ বরাদ্দকে সরকারের নীতি এবং কৃতির (performance) সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৫৮। গত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম – **বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা** 'সরকারের ব্যয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের হিস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি করে।' আমাদের বাজেট প্রণয়নের অব্যাহত সংস্কার প্রক্রিয়ায় আমরা এ ধারণাকে যুক্ত করে বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করেছি এবং ব্যয়বরাদ্দে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাজেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দ মিলে জেন্ডার সমতাকরণ ব্যয় বাবদ বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ২৩.৫ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে তা ২৬.৩ শতাংশে উন্নীত হবে।

৫৯। নারী উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ে **উন্নয়নে নারী** (Women in Development, WID) শীর্ষক একটি পরিবীক্ষণ কমিটি কাজ করছে। এ কমিটি নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট **জাতীয় কর্মপরিকল্পনা** (National Action Plan) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করছে। সরকার ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৬০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া, সম্প্রতি সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-কৌশল প্রণয়ন করেছে। একইসাথে বিদেশে নারী শ্রমিক প্রেরণ নিরাপদ ও নিয়মানুগ করার উদ্দেশ্যে একটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

৬০। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বাজেট বাস্তবায়ন নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ চালু করা হচ্ছে। এতে অধিকতর বাস্তবানুগ বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হবে এবং বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যাবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রিয় দেশবাসী

৬১। সংবিধান মতে, সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ জমা বা সেখান থেকে অর্থ প্রত্যাহার আইনগত

কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন আইনগত কাঠামো নেই। সেজন্যে সরকার অচিরেই **সরকারি সম্পদ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০০৮** প্রণয়ন করবে।

৬২। বাজেট বাস্তবায়নের গুণগত মান রক্ষা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সহায়ক তথ্যাদি দ্রুত তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে সমন্বিত বাজেট প্রণয়ন ও হিসাবায়ন ব্যবস্থা (Integrated Budgeting and Accounting System, iBAS) চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সারাদেশে জেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি হিসাবের কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য প্রদান চালু হয়েছে এবং এ ব্যবস্থায় দৈনিক ভিত্তিতে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের অফিস এবং অর্থ বিভাগে তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক এ ব্যবস্থার সফল সম্প্রসারণ আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন আনতে পারবে বলে আমি মনে করি।

৬৩। সরকারি সিকিউরিটিজের বাজার উন্নয়নে ইতোমধ্যে ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড চালু করা হয়েছে। ট্রেজারি বন্ডের ধারক যে সুদ পাবেন তার উপর আগাম কর প্রদান প্রথা (Upfront tax) রহিত করা হয়েছে যাতে সরকারি সিকিউরিটিজের সুদ বাজারভিত্তিক থাকতে পারে। প্রাথমিক নিলাম প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৬৪। বিনিয়োগ ও আর্থিক শৃঙ্খলার স্বার্থে সরকার স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে ঋণ দেয় তার সঠিক হিসাব রাখা এবং তা হালনাগাদ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঋণদায় (Debt Service Liabilities, DSL) হিসাব ব্যবস্থাপনা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ক্রেডিট লাইনভিত্তিক ঋণদায় হিসাব হালনাগাদ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় পরিশোধসূচি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের দায় পরিশোধে উদ্যোগী করে তোলা গেলে পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পদ প্রাপ্তির পূর্বাভাস (forecast) প্রদানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৬৫। আপনারা জানেন, ক্রয়মূল্য বা উৎপাদনব্যয়ের সাথে বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান কমাতে না পারায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এবং বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-কে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে বিশাল অঙ্কের প্রচ্ছন্ন আধা-রাজস্ব

ব্যয় (hidden quasi-fiscal costs) সরকারের ওপর এসে পড়ছে। এ ধরনের দায়কে বাজেটে আমরা স্বচ্ছভাবে প্রতিফলন করছি। আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, এ অর্থবছরের বাজেট থেকে ১১ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা প্রচ্ছন্ন আধা-রাজস্ব ব্যয় মেটাতে হবে – যা জিডিপি-র ২.২ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে আমি এ বাবদ মোট ১৩ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

আঞ্চলিক বৈষম্য

প্রিয় দেশবাসী

৬৬। বিগত বছরগুলোতে অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সারাদেশে সুষম ছিল না। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সম্পদ ও আয় বৈষম্য। এ বৈষম্যের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি নিরূপণ করে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্স একটি দিক-নির্দেশনামূলক কৌশলপত্র (A Strategy for Poverty Reduction in the Lagging Regions of Bangladesh) প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলপত্রে সারাদেশে সামগ্রিকভাবে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশসমূহ আরও নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। আর স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছি। চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয় সমন্বয় করে চরম দরিদ্র এলাকায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া সর্বাধিক দারিদ্র্যপীড়িত ২৮টি জেলায় বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে ২০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ বাবদ ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।

৬৭। পদ্মা সেতু নির্মাণ, মংলা বন্দরের উন্নয়ন, উত্তরবঙ্গে একটি সার কারখানা স্থাপন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, সুন্দরবন ও কুয়াকাটার পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণ, মঙ্গাপীড়িত এলাকায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চর ও মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলসহ অনগ্রসর এলাকাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপ দেবে বলে আশা করা যায়।

বাজেটের মধ্যমেয়াদি কাঠামো

প্রিয় দেশবাসী

৬৮। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আমরা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো অনুসরণে যে বাজেট প্রণয়ন করছি তার ভিত্তি হলো মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো। আমাদের অর্থনীতির সুপ্ত সম্ভাবনা এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে এ কাঠামোতে মধ্যমেয়াদে (২০০৯-১১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ৮ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি ৬ থেকে ৭ শতাংশে হ্রাস পাবে এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৬ শতাংশে উন্নীত হবে। বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির বিষয়ে আমরা সজাগ আছি। মধ্যমেয়াদে এ খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৯ থেকে ২২ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আমি আশা রাখি।

বাজেট প্রস্তাবনা ২০০৮-০৯ : সংকট উত্তরণের দলিল

প্রিয় দেশবাসী

৬৯। সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি আমরা প্রস্তাবিত বাজেটে যে বিষয়গুলোর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছি সেগুলো হলো – দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ করা, আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনা, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি দ্রুততর করা এবং আইটিসহ সার্বিক যোগাযোগ কাঠামো উন্নয়ন।

৭০। আগামী অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬৯ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা – যা জিডিপি-র ১১.৩ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) সূত্রে রাজস্ব আয় হবে ৫৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৮.৯ শতাংশ)। করবহির্ভূত ও এনবিআর বহির্ভূত সূত্র থেকে আসবে যথাক্রমে ১২ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২.১ শতাংশ) এবং ২ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা (জিডিপি-র
০.৪ শতাংশ)। টিএন্ডটি বোর্ডকে কোম্পানিতে রূপান্তর করার ফলে করবহির্ভূত খাত হতে আগামী অর্থবছরে তুলনামূলকভাবে কম রাজস্ব পাওয়া যাবে।

৭১। প্রতিবছর প্রাক্কলিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ২০ শতাংশ অব্যয়িত থেকে যায়। তাই বাস্তবায়ন করার সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় নিয়ে আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ধরা হয়েছে ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৪.২ শতাংশ) এবং মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯৯ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৬.৩ শতাংশ)।

৭২। বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপি-র ৫.০ শতাংশ। এর ২.২ শতাংশ বৈদেশিক উৎস হতে এবং ২.৮ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন করা হবে। অনেকে ধারণা করতে পারেন – প্রস্তাবিত বাজেট একটি সম্প্রসারণমুখী বাজেট। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে – বৈশ্বিক মন্দা ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং মূল্যস্ফীতিজনিত সঙ্কট থেকে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনসাধারণকে রক্ষার পন্থা হিসেবে সম্প্রসারণমুখী বাজেটের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

প্রিয় দেশবাসী

৭৩। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ হাজার ৩৪৮ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৩.৩ শতাংশ)। অথচ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আয়তন ২০০৭-০৮-এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে ৯০০ কোটি টাকা।
এ কারণে অনেকে প্রস্তাবিত বাজেটকে উন্নয়নবিমুখ বাজেট মনে করতে পারেন। বস্তুত বাজেটকে অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন দু'ভাবে ভাগ করা একটি কৃত্রিম বিভাজন। অনুন্নয়ন বাজেটের প্রস্তাবিত ব্যয়কাঠামোর দিকে নজর দিলে দেখা যাবে –

- ১৬ হাজার ৯৩২ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২.৮ শতাংশ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে ব্যয়িত হচ্ছে;
- ১৩ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২.২ শতাংশ) ব্যয়িত হবে কৃষি উপকরণ (সার, ডিজেল ও বিদ্যুৎ) ভর্তুকি, খাদ্য ভর্তুকি এবং জ্বালানি ভর্তুকিতে;
- ১০ হাজার ২৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১.৭ শতাংশ) ব্যয়িত হবে শিক্ষক ও ডাক্তারদের বেতন প্রদানে।

এসব ব্যয় প্রকৃতিগতভাবে উন্নয়ন ব্যয় বলে গণ্য। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পরবর্তীকালে সরকারের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি করে। প্রতিবছরের রাজস্ব ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ব্যয় করি অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনে, সমাপ্ত

প্রকল্পের জনবলের বেতনভাতা এবং ঋণের সুদ পরিশোধে – যা মূলত পূর্বের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হতে উদ্ভূত।

প্রিয় দেশবাসী

৭৪। প্রস্তাবিত বাজেটে আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক অবকাঠামোতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের ৩২.৪ শতাংশ এবং ভৌত অবকাঠামোতে ২৯ শতাংশ। জনপ্রশাসন খাতে ২১.৪ শতাংশ এবং সুদ পরিশোধ ও নীট ঋণদান (net lending) বাবদ ব্যয়িত হবে অবশিষ্টাংশ।

৭৫। প্রস্তাবিত বাজেটে চলতি অর্থবছরের বাজেটের চেয়েও দারিদ্র্য বিমোচন ব্যয়কে অধিক হারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচিতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ব্যয় হবে বাজেটের প্রায় ৫৮.৩ শতাংশ (জিডিপি-র ৯.৫ শতাংশ)।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি : অগ্রাধিকার ও ব্যয় কাঠামো

প্রিয় দেশবাসী

৭৬। জাতীয় অগ্রাধিকার, আঞ্চলিক সমতা, সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং বস্তুনিষ্ঠ ব্যয় করার ক্ষমতার নিরিখে আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ স্থির করেছি। সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পানি সম্পদ) ২৯.৭ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৫.৭ শতাংশ, শিক্ষাখাতে ১২.৮ শতাংশ, পরিবহন খাতে ১২.৭ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যখাতে ৮.৯ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ বাড়িয়ে আমরা অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছি।

৭৭। প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন ও মানসম্পন্ন প্রকল্প গ্রহণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়ন

প্রিয় দেশবাসী

৭৮। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বজুড়ে সৃষ্ট খাদ্যসঙ্কটের কারণে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে দেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের ওপর। এ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মানের যাতে আরও অবনতি

না ঘটে সে জন্য তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা দেয়ার আশু প্রয়োজন সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। একারণেই আগামী অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীকে আরও সম্প্রসারিত করে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন খাতে আগামী অর্থবছরে বাজেটে **১৬** হাজার **৯৩২** কোটি টাকা (জিডিপি-র **২.৮** শতাংশ) ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ **১১** হাজার ৪৬৭ কোটি (জিডিপি-র **২.১** শতাংশ) টাকার চেয়ে ৪৮ শতাংশ বেশি। এখন আমি এ খাতে পর্যায়ক্রমে সরকারের প্রধান প্রধান উদ্যোগ ও বরাদ্দের বিবরণ সংক্ষেপে পেশ করছি।

কর্মসংস্থান

প্রিয় দেশবাসী

৭৯। মূল্যস্ফীতির অভিঘাতে হতদরিদ্র এবং গ্রামীণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদের জীবনমানে যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য সরকার বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে একটি বড় আকারের নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সারাবছর, বিশেষ করে মধ্য অক্টোবর হতে মধ্য জানুয়ারি এবং মধ্য মার্চ হতে মধ্য মে পর্যন্ত, দেশের অতিদরিদ্র অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে **১০০ দিনের কর্মসৃজন** শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এর আওতায় ২০ লক্ষ দরিদ্র কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় উদ্যোগে কাজ সৃষ্টি করা হবে। এ কর্মসূচিকে কর্মহীনদের জন্য একটি গ্যারান্টি স্কীমের মত করে গড়ে তোলা হবে। এ জন্যে আগামী অর্থবছরের বাজেটে **২** হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এতে শ্রমিকের দৈনিক মজুরি থাকবে **১০০** টাকা এবং সারাবছর ২০ কোটি কর্মদিবসের সমপরিমাণ কাজ সৃষ্টি হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এ যাবত গৃহীত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে এটি হবে সর্ববৃহৎ কর্মসূচি।

৮০। এর পাশাপাশি **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি**-র আওতায় **১** হাজার ৫৭৮ কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রী বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে **১**৪ কোটি ৪০ লক্ষ কর্মদিবসের সমপরিমাণ কাজ সৃষ্টি হবে।

আত্মকর্মসংস্থান

প্রিয় দেশবাসী

৮১। সরকার পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (Palli Karma-shahayak Foundation, PKSF), এনজিও ফাউন্ডেশন এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-কে (Social Development Foundation, SDF) যে অর্থ প্রদান করে তা এসব প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে বিতরণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকার প্রদত্ত পুঞ্জীভূত মূলধনের পরিমাণ ১ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে এদের অনুকূলে আরও ৫২৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮২। এছাড়াও উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় খাত মিলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দফতর ও সংস্থার মাধ্যমেও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ বিতরণের পাশাপাশি সুবিধাভোগীদেরকে প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো হলো – যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, মহিলা অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পশুসম্পদ অধিদপ্তর। এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুঞ্জীভূত ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে আমি এ খাতে আরও ১৩১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮৩। সরকার প্রদত্ত অর্থে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় দেড় কোটি পরিবারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি।

নারী ও শিশু কল্যাণ

৮৪। আগামী অর্থবছরে **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা** বিদ্যমান মাসিক মাথাপিছু ২২০ থেকে ২৫০ টাকায় উন্নীত করে ভাতাভোগীর সংখ্যা বর্তমান ৮.২৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। ফলে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৭০ কোটি টাকা – যা সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৮৬ কোটি টাকা বেশি।

৮৫। এবছরই আমরা **দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা** শীর্ষক নতুন পাইলট কর্মসূচি শুরু করেছি। দরিদ্র মা'দের সহায়তা দানের এ ধারণা সকল মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আগামী বছর সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এজন্য আগামী অর্থবছরের বাজেটে

২১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা চলতি অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি।

প্রিয় দেশবাসী

৮৬। গ্রামীণ এলাকায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির পাশাপাশি শহরে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের কর্মজীবী, বিশেষ করে তৈরিপোশাক শিল্পে কর্মরত মা'দের জন্য এধরনের ভাতা সহায়তা প্রদান করা আবশ্যক। তাই আগামী বছর আমি **শহরের নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মা'দের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা** নামে একটি নতুন কর্মসূচিতে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

৮৭। **গ্রামীণ দুস্থ মহিলা উন্নয়ন** (Vulnerable Group Development, VGD) **কর্মসূচির** আওতায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার মহিলার জন্য মাসে ৩০ কেজি গম প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলায় আরো ৪০ হাজার মহিলার জন্য মাসিক মাথা পিছু ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান কার্যক্রম চালু হবে। আগামী অর্থবছর থেকে নতুনভাবে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৯৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে **গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও রাস্তা সংরক্ষণ** (Rural Employment & Road Maintenance Program, RERMP) কর্মসূচি চালু হচ্ছে। ৪ হাজার ৯২৬টি ইউনিয়নে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার মহিলার কর্মসংস্থানমূলক এ কর্মসূচিতে আগামী বছরে ১৯০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এছাড়াও, জোরদার করা হবে সরকারি সম্পদ রক্ষণে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুবিধা (Rural Employment Opportunities for Public Assets, REOPA), মেটারনাল হেলথ ভাউচার স্কিম এবং কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম।

প্রিয় দেশবাসী

৮৮। এতিমখানা, শিশু সদন, শিশু পরিবার, ছোটমণি নিবাস এবং সেফ হোম-এ শিশুকিশোরদের **খোরাকি ভাতা** বছরের শুরুতে ছিল ১ হাজার ২০০ টাকা। এ বছর জানুয়ারি থেকেই তা ১ হাজার ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি এতিমখানার **ক্যাপিটেশন গ্রান্ট** (Capitation grant) মাথাপিছু ৬০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকায় উন্নীত করা হবে।

৮৯। সিডর-এর ফলে এতিম হওয়া ১ হাজার ৫০০ শিশুকে তাদের নিকট আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে প্রতিপালনের জন্য **আমাদের শিশু** নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। মঙ্গা প্রভাবিত তিনটি জেলায় বর্তমানে ৫ লক্ষ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার্থীকে **স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের** আওতায় পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হচ্ছে।

আগামী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬টি বিভাগের আরও ১০টি জেলার শিক্ষার্থীদের জন্য এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে। শিশু শ্রমিকদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রায় ৩০ হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় এনে তাদের বাবা-মাকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা

প্রিয় দেশবাসী

৯০। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে **বয়স্ক ভাতার** বিদ্যমান হার মাসিক মাথাপিছু ২২০ থেকে ২৫০ টাকায় উন্নীতকরণ এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা বিদ্যমান ১৭ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪৪৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। আগামী অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৬০০ কোটি টাকায়।

৯১। **যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার** হার বিদ্যমান সকল স্তরে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং **অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের** মাসিক ভাতার হার ৬০০ টাকা থেকে ৭২০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ বাবদ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। বর্তমান প্রস্তাবে তা বেড়ে হবে ১১৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

৯২। **অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতার** বিদ্যমান হার মাসিক মাথাপিছু ২২০ হতে ২৫০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এতে ২ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য আগামী অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬০ কোটি টাকা।

প্রিয় দেশবাসী

৯৩। সমাজের প্রতিবন্ধীদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের যথাযথ নেতৃত্ব প্রদানের উপযোগী করার জন্য **জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে পুনর্গঠন** করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং সরকার এ ফাউন্ডেশনকে ১৫০ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৯৪। নতুনভাবে প্রবর্তিত **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি** বাবদ চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি টাকা। তা বাড়িয়ে আগামী অর্থবছরে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯৫। **মঙ্গা নিরসন** সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি মঙ্গাপীড়িত এলাকায় বিভিন্নভাবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যে সম্পদ সঞ্চালিত হচ্ছে তা যাতে অবকাঠামো সৃজনে ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে ব্যয়িত হয় তা পরিবীক্ষণ করবে। এসব অঞ্চলে সম্পদ বরাদ্দ যাতে নিছক ত্রাণ কার্যক্রমে পর্যবসিত না হয় সেজন্য উপকারভোগীদের স্বাবলম্বী করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৯৬। দারিদ্র্যপীড়িত ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী ৫টি জেলার ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নের চর এলাকার ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার **চর জীবিকায়ন কর্মসূচি** বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে ১ লক্ষ বসতভিটা উঁচুকরণ, কাঁচা রাস্তা নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। চর এলাকার বাছাইকৃত যুব পুরুষ ও মহিলাদেরকে বগুড়া ও লালমনিরহাট কারিগরি প্রশিক্ষণ সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী

৯৭। **পার্বত্য অঞ্চলে পাড়াকেন্দ্র কর্মসূচির** আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ, পুষ্টি, মা ও শিশুর পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেখানে ঋণ, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যা আগামী বছরেও অব্যাহত থাকবে। পার্বত্য অঞ্চলে তিনটি উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১০৫ কোটি টাকা এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯৮। **বাস্তুহারাদের জন্য গৃহায়ণ তহবিল** নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে একটি তহবিল রয়েছে – যার পুঞ্জীভূত অর্থের পরিমাণ ১৬০ কোটি টাকা। নদী ভাঙ্গনে বাস্তুহারাদের কল্যাণে এ তহবিল থেকে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও, জমি অধিগ্রহণ ও নদী ভাঙ্গনের ফলে বাস্তুচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্থায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার একটি বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

৯৯। চলতি অর্থবছরে সরকার সারাদশে প্রায় ১০ হাজার **ভূমিহীন পরিবারকে** খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। আগামী অর্থবছরেও অনুরূপ কার্যক্রম বহাল থাকবে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন আবাসন প্রকল্পের আওতায় ৬৫ হাজার ভূমিহীন পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ৭১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ হাজার ৫০০ ব্যারাক হাউস নির্মাণসহ ভূমিহীন

পরিবারের ৪০ হাজার সদস্যকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের কাজ আগামী অর্থবছরে শেষ হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রিয় দেশবাসী

১০০। এবার আমি বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। আপনারা জানেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খরা ও দাবদাহের কারণে খাদ্য উৎপাদন কমেছে। আবার উন্নত বিশ্বে ফসলকে জৈবজ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে সমগ্র বিশ্বে চাহিদার অনুপাতে খাদ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। এছাড়া জনবহুল বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের জোরালো প্রবৃদ্ধি খাদ্য চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ফলে বিভিন্ন দেশের অতিরিক্ত সতর্কতামূলক সংরক্ষণ নীতির কারণে বিশ্ববাজারে চাল ও গমের দাম দ্রুত বেড়ে যায়।

১০১। সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করার ফলে এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবার বোরো, গম ও আলুর ফলন ভালো হয়েছে। যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার সংকটকে বহুলাংশে প্রশমিত করেছে। খাদ্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতকে প্রণোদনা দিয়ে এবং বিডিআর-এর বিকল্প ব্যবস্থাপনায় চাল ও গম আমদানির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ বছর অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের প্রণোদনামূলক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যার ফলে আগামীতেও অধিকহারে চাল ও গম উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ অটুট থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এর সাথে সার, সেচ, ঋণ ও বীজের পরিকল্পিত সহায়তা দিতে পারলে আমাদের উৎপাদন সংকট কমে আসবে। আমদানির ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য সকল সতর্কতা ও আগাম পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য মজুদ এবং খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে।

প্রিয় দেশবাসী

১০২। আগামী বছর অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ এবং খাদ্য সাহায্যসহ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি মিলে সরকারি খাতে সর্বমোট প্রায় ৩২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সংগৃহীত হবে। এর বিপরীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য আমরা খোলাবাজারে সুলভমূল্যে খাদ্য বিক্রয়, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, দুস্থ খাদ্য সহায়তা (Vulnerable Group Feeding, VGF), দুস্থ মহিলা উন্নয়ন

(Vulnerable Group Development, VGD), টেস্ট রিলিফ (Test Relief, TR) ও বিনামূল্যে প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা (Gratuitous Relief, GR) সমেত আগামী বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক বিতরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এরপরও আগামী অর্থবছরের শেষে খাদ্যের প্রারম্ভিক মজুদসহ সরকারের কাছে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য মজুত থাকবে। ফলে যে কোন প্রকার খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

১০৩। চাল, গম ছাড়াও ভোজ্যতেল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং রমজান মাসসহ সর্বাবস্থায় সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হতে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

কৃষি

প্রিয় দেশবাসী

১০৪। বিশ্বজুড়ে খাদ্য চাহিদা যে হারে বেড়েছে খাদ্য উৎপাদন সে হারে বাড়েনি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। এ পরিস্থিতি অনুধাবন করেই গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গবেষণা জোরদার করার জন্য ৩৫০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই – ইতোমধ্যে এ ফান্ডের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১০৫। আপনারা জেনে আরও খুশি হবেন – আবাদযোগ্য জমির অপচয় কমানো ও পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ থেকে কৃষি জমি রক্ষার্থে এ নীতিমালার আওতায় **নিবিড় শহরতলি** (compact township) গড়ে তোলার উদ্যোগও নেয়া হবে।

১০৬। এ বছর তেলের মূল্য না বাড়ানো হলেও কৃষককে একটি উৎসাহব্যঞ্জক সহায়তা প্রদানকল্পে দেশে প্রথমবারের মত ডিজেল সেচযন্ত্রের সুবিধাভোগী কৃষককে নগদ অর্থে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। ৪৮৪টি উপজেলার প্রায় ৪৫ লক্ষ ৬৩ হাজার একর জমির ৬৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৭২ জন কৃষকের মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা সফলভাবে বিতরণ করা হয়েছে। সরাসরি লক্ষ্যভুক্তগোষ্ঠীর কাছে নগদ ভর্তুকির অর্থ পৌঁছে দেয়ার এ কার্যক্রম একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ডিজেলের

মূল্যবৃদ্ধিজনিত চাপ যাতে কৃষকদের ওপর না পড়ে সেজন্য আগামী অর্থবছরে ৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০৭। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপজেলাভিত্তিক সম্ভাব্য সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চল্‌ছে। উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, উন্নত বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ জোরদার করার মাধ্যমে কৃষিখাতকে এগিয়ে নেয়ার কোন বিকল্প নেই। তাই, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা কাজে নিয়মিত বরাদ্দ ছাড়াও কৃষি উন্নয়ন সহায়তা ও কৃষি পুনর্বাসনের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় খাত মিলে মোট ২৭২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কৃষিঋণ

প্রিয় দেশবাসী

১০৮। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বছর কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত ৬ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ হয়েছে – যা লক্ষ্যমাত্রার ৮১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫৭ শতাংশ বেশি। আগামী অর্থবছরে কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা।

১০৯। এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঃ অর্থায়ন বাবদ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর অনুকূলে যথাক্রমে ৫০০ ও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একইসাথে সরকার বন্যা ও সিডর পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষিঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কৃষিব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংককে ৩৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এছাড়া বন্যা ও সিডর উপদ্রুত এলাকায় কৃষি পুনর্বাসনে সরকার ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। উপরন্তু অত্যন্ত সহজ শর্তে কৃষক, জেলে ও ক্ষুদ্র খামারিদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণের জন্য পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন-কে (Palli Karma-shahayak Foundation, PKSF) অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয় ১৩০ কোটি টাকা। এছাড়াও পূর্বে প্রদত্ত কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ পুনঃ তফসিলিকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন ঋণপণ্য (loan product) উদ্ভাবনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ
প্রিয় দেশবাসী

১১০। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য ও পশুসম্পদ সেক্টরের অবদান যথাক্রমে ৪ শতাংশ ও ২.৯ শতাংশে দাঁড়াবে। এ বছর মাছের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের ২৪.৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২৫.৪ লক্ষ মেট্রিক টনে এবং মাংসের উৎপাদন ১০.৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ১১ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি হবে। মৎস্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছিল জাটকা নিধন প্রতিরোধ, পোনা অবমুক্তকরণ, মাছের অভয়াশ্রম গড়ে তোলা ও সামাজিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা। বার্ড-ফ্লু'র প্রকোপ প্রতিরোধে এ বছর আমাদের ১৫ লক্ষাধিক হাঁস-মুরগি ও কবুতর নিধন এবং প্রায় ২০ লক্ষ ডিম ধ্বংস করতে হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের এ পর্যন্ত ১৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। পশুসম্পদ উন্নয়নে খামারিদের ট্যাক্স হলিডে এবং যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও ভ্যাকসিন আমদানির ওপর শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা
প্রিয় দেশবাসী

১১১। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সেচ ও পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো এবং বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে একদিকে কৃষির ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থা অন্যদিকে বন্যা ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ হয়ে থাকে। এ বছর সারাদেশে কৃষি জমিতে সেচের কভারেজ ৮০ শতাংশ থেকে ৮১.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনযোগ্য এলাকায় কভারেজ ৫৩.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৩.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একইসাথে লবণাক্ততার ঝুঁকিমুক্ত এলাকার কভারেজ ৪৬.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন
প্রিয় দেশবাসী

১১২। দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের নতুন অধ্যাদেশ ইতোমধ্যে অনুমোদন করা

হয়েছে। এ সকল আইন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগতভাবে সংহত করবে যা স্থানীয় নেতৃত্বে প্রশাসন পরিচালনার প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দেবে।

১১৩। চলতি বছরে গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির কভারেজ ৮৩ শতাংশ থেকে ৮৭ শতাংশে এবং শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ সার্ভিস কভারেজ ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে স্যানিটেশন কভারেজ শতভাগ নিশ্চিত করা হবে। এ পর্যন্ত তা গ্রামাঞ্চলে ৮১ শতাংশে এবং শহরাঞ্চলে ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত ৩০০টি গ্রামে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আরও ২০০টি গ্রাম এবং ৫টি পৌরসভায় আর্সেনিক দূষণমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন করা হচ্ছে। গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, মহিলা বাজার শাখা, উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক এবং ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ব্যাপক পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১১৪। আমি কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে আগামী অর্থবছরে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে মোট ১৬ হাজার ৪১১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা মোট বাজেটের ১৬.৪ শতাংশ।

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ
প্রিয় দেশবাসী

১১৫। দেশের মোট জনসাধারণের ৪৩ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এলেও মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। ২০০৭ সালে আমাদের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৪০ কিলোওয়াট ঘন্টা, যা শ্রীলংকায় ৩২৫, পাকিস্তানে ৪০৮ এবং ভারতে ৬৬৫ কিলোওয়াট ঘন্টা।

১১৬। বর্তমানে আমাদের প্রতিদিনের গড় বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে আমাদের গড় উৎপাদন প্রায় ৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। ৯০০ মেগাওয়াটের এ ঘাটতি পূরণে যে বিপুল বিনিয়োগ আবশ্যক তা সরকারের একার পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততাসহ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০০৮-০৯ অর্থবছর নাগাদ বিদ্যুতের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি অবস্থানে পৌঁছার

লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বিদ্যমান মাস্টারপ্লান অনুযায়ী ২০২০ সাল পর্যন্ত কাজ করতে হবে।

১১৭। চলতি অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে মোট ১২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। জুন ২০০৮ এর মধ্যে পাওয়া যাবে আরও ২১০ মেগাওয়াট। আর ডিসেম্বর ২০০৮ নাগাদ পাওয়া যাবে বেসরকারি খাতে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৩২০ মেগাওয়াট এবং ক্ষুদ্র ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১৬৬ মেগাওয়াট। ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট থেকে ২৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি হয়েছে যার মধ্যে ১০ মেগাওয়াট ইতোমধ্যে গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে আমরা পুরনো প্লান্ট সংস্কার ও মেরামত করে ৩১৮ মেগাওয়াট উৎপাদন বাড়িয়েছি। এসব সত্ত্বেও গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১১৮। বেসরকারি খাতে যে ৪টি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে তা থেকে ২০১০ সাল নাগাদ ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। আর সরকারি খাতে তিনটি প্লান্ট নির্মাণাধীন যার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা হলো ৩৮০ মেগাওয়াট। ইন্টারন্যাশনাল এ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সী (International Atomic Energy Agency, IAEA) বাংলাদেশের প্রস্তাবিত **রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ** উৎপাদনে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়েছে। খুব শিগগিরই তাদের মিশন বাংলাদেশ সফরে আসবে আশা করা যায়। কয়লা ও নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১৯। এবছর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (Independent Power Producer, IPP)-এর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য ৬০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং নবসৃষ্ট কোম্পানিগুলোতে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ৩৯৯ কোটি টাকা সমমূলধন হিসেবে পরিশোধ করা হচ্ছে।

১২০। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি চাহিদা ব্যবস্থাপনা (demand-side management)-র উপরও জোর দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন এবং বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ছুটি পুনর্বিন্যাসের (holiday staggering) ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিস-আদালতসহ সর্বত্র জনসাধারণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
প্রিয় দেশবাসী

১২১। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে দেশের ৭৫ শতাংশ বাণিজ্যিক জ্বালানি চাহিদা পূরণ হচ্ছে। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রকারের জ্বালানি তেল, কাপ্তাই-এর পানি বিদ্যুৎ এবং বড়পুকুরিয়ার কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে মেটানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ ১৫.২৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। যার মধ্যে অবশিষ্ট আছে ৭.৮৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে ২৩টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক ১ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলে ২০১১ সালের পরবর্তী সময়ে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহে সংকট সৃষ্টি হবে। তাই আমরা তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে বিপুল বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছি। অনুসন্ধান জোরদার করতে বাপেক্সকে (Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company, BAPEX) আগামী ৭ বছরে দেয়া হবে ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

১২২। আপনারা জেনে খুশি হবেন, বড় পুকুরিয়ার ২৫০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে কয়লা সরবরাহ করা হচ্ছে। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। কৈলাসটিলা ও বিয়ানীবাজার এনজিএল (Natural Gas Liquid, NGL) প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট থেকে পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি (Liquified Petroleum Gas, LPG) উৎপাদিত হচ্ছে। সিএনজি-র ব্যবহার বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকার অবিলম্বে কয়লানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

১২৩। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা বাজেটের ৪.৩ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেট থেকে ২১ শতাংশ বেশি।

তথ্য প্রযুক্তি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ
প্রিয় দেশবাসী

১২৪। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের থ্রাস্ট সেক্টর। এ অগ্রাধিকারকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ই-গভর্নেন্স স্ট্র্যাটেজি এবং জাতীয় আইসিটি রোড ম্যাপ প্রণীত হচ্ছে। ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈর এলাকায় ২৩১ একর জায়গায় হাইটেক পার্ক-এর

মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ এ বছরেই শেষ করা হবে। হাইটেক পার্ক-এর উন্নয়ন ও এতে বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুবিধার্থে আইটি (IT) সমমূলধন তহবিলে (Equity Entrepreneurship Fund, EEF) এ বছরের ন্যায় আগামী অর্থবছরেও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। অর্থের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের ব্যবহার প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হবে।

১২৫। তথ্য সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও সরকার বেশকিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিউনিটি রেডিও চালুর লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িতদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যহার বাড়ানো হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১২৬। মোবাইল ফোনসহ টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে টেলিফোন ব্যবহারকারীর ঘনত্ব (teledensity) গত অর্থবছরের তুলনায় প্রতি ১০০ জনে ১৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮-এ উন্নীত হয়েছে। দেশের ৩৮৯টি উপজেলায় এবং ১৭টি গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। দ্রুতগতিতে অবশিষ্ট উপজেলাগুলোতে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ চলছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে তথা সাবমেরিন ক্যাবল-এ সংযোগ নিয়েছে এবং ৯২টি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (Internet Service Provider, ISP)-কে সংযুক্ত করা হয়েছে।

যোগাযোগ খাত

প্রিয় দেশবাসী

১২৭। দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে রাস্তা রয়েছে ০.৭ কিলোমিটার। আমাদের এখন প্রয়োজন রাস্তাসমূহ চওড়া করা এবং এদের মান বৃদ্ধি করা। যোগাযোগ খাতে সড়কের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এছাড়া ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ৫.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুর নির্মাণকাজ দ্রুত শুরুর লক্ষ্যে বর্তমানে সেতুর নক্শা প্রণয়নের কাজ চলছে। ধলেশ্বরী নদীতে মুক্তারপুর ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতু ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।

১২৮। বিপর্যস্তপ্রায় রেলওয়েকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য ব্যাপকভিত্তিক সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে নতুন রেললাইন স্থাপন করা হচ্ছে – যা ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলভ্রমণের সময় ২ ঘন্টা কমিয়ে আনবে। নিঃসন্দেহে এটা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। চলমান সংস্কারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক কর্পোরেট সংস্থায় উন্নীত করা হবে। খুশির কথা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ঢাকা-কলকাতা রেল চলাচল শুরু হয়েছে। চালু হয়েছে মৈত্রী ট্রেন সার্ভিস।

১২৯। ঢাকা মহানগরীতে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই ও নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে বিজয় সরণি হতে তেজগাঁও শিল্প এলাকা, এয়ারপোর্ট রোড হতে রোকেয়া সরণি এবং বেগুনবাড়ি খাল ও হাতিরঝিল সংরক্ষণসহ হাতিরঝিলের দু'পাশে রামপুরা ব্রিজ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ ও যোগাযোগ খাতে ৬ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা মোট বাজেটের ৬.৬ শতাংশ।

শিল্প খাত : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন
প্রিয় দেশবাসী

১৩০। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত (small & medium enterprise, SME) নীতিকৌশল বাস্তবায়ন এবং এ খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য গত বছর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন (SME Foundation) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ও বেসরকারি খাতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। ব্যক্তিখাত ও সরকারি খাতের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি একটি পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সনাক্তকরণ এবং তা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন নিয়মিত সরকারকে পরামর্শ প্রদান করছে।

১৩১। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন **জাতীয় নারী উদ্যোক্তা ফোরাম** গঠন করেছে। স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশনকে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করে একটি সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশন

গত বছরে প্রায় পাঁচ হাজার উদ্যোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়েছে। সারাদেশের প্রতিটি জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সাহায্য কেন্দ্র (SME Helpline Centre) প্রতিষ্ঠা করা হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের এনডাউমেন্ট তহবিলে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটেও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ৩০০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

১৩২। গতিশীল ও টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপকরণ। আমি প্রস্তাবিত বাজেটে সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে ২১ হাজার ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা মোট বাজেটের ২১.১ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষা

১৩৩। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ছয় বছরমেয়াদি দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বছরে প্রায় ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৫০:৫০-এ উন্নীত হয়েছে।

১৩৪। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষাবঞ্চিত ৩৩ লক্ষ নব্যসাক্ষর ব্যক্তির অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখা এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ৫৫ থেকে ৪৬-এ কমিয়ে আনা এবং ২০০৯ সালের মধ্যে নীট ভর্তির হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

প্রিয় দেশবাসী

১৩৫। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৮ শতাংশ বেসরকারি। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি অর্থ প্রদানকে (MPO subvention) তাদের অর্জিত সাফল্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। পাইলট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে **বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ** কাজ করছে।

১৩৬। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মানের বৈষম্য বাড়ছে। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যে সকল উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই সেখানে একটি করে মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ৬৩টি বিদ্যালয়কে **মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে** রূপান্তরের জন্য বাছাই করা হচ্ছে।

১৩৭। নারীশিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্রদের ভর্তির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে ছাত্রী-উপবৃত্তির পাশাপাশি আগামী বছর **১২১টি** উপজেলায় **দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি** কার্যক্রম চালু করা হবে। ছাত্রীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমেও শিক্ষার মান বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে নীতিমালা পরিমার্জন করা হবে।

১৩৮। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২-৩ শতাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধ্যয়ন করছে। জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হচ্ছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই – প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা করা সম্ভব।

১৩৯। গত কয়েক বছর বেসরকারি খাতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মান ধরে রাখার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮** অনুমোদন করেছে। উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত হবে এক্রিডিটেশন কাউন্সিল (Accreditation Council)। এই কাউন্সিল উচ্চশিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানগত অবস্থান নির্ধারণ করবে। গত বছর ভৌতবিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান ক্ষেত্রসমূহে গবেষণার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আগামী অর্থবছরে এ বাবদ আমি **১৫** কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
প্রিয় দেশবাসী

১৪০। মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি মৌলিক শর্ত হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ। এ লক্ষ্যে সাত বছর মেয়াদি (২০০৩-২০১০) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (Health, Nutrition and Population Sector Program, HNPSP) সরকার বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় হচ্ছে ৩২ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা।

১৪১। বিদ্যমান নীতি ও আইন হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিধিমালা, বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা (Essential Drugs List) সংস্কারের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১৪২। স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তিখাতের অধিকতর সম্পৃক্ততার ওপর সরকার জোর দিচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে ৩৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ১৩০টি ইউনিয়ন হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার (Union Health & Family Welfare Centre) এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।

জলবায়ু পরিবর্তন : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ

প্রিয় দেশবাসী

১৪৩। ১৫ নভেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে সুপার সাইক্লোন সিডর প্রলয়ঙ্করী আঘাত হানে। এতে চার সহস্রাধিক উপকূলীয় মানুষ নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন। আর আহত বা পঙ্গু হয়েছেন অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ। ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, ফসল এবং অন্যান্য স্থাপনা মিলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ঠিক এরই পূর্বে পর পর দু'টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিপুল ফসল, গবাদিপশু এবং অবকাঠামো। পরিস্থিতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহায়তার পরিধি ছিল ব্যাপক। দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সেবায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী, বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন দেশ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাকে উদার সহায়তার জন্য আমি দেশবাসী ও সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৪৪। সাম্প্রতিক বন্যা ও সিডর প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির একটি দৃষ্টান্ত। জাতিসংঘের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৭-০৮-এর তথ্য মোতাবেক ১ মিটার সমুদ্রস্ফীতির ফলে ১৮ শতাংশ ভূমি প্লাবিত হয় এবং তাতে জনসংখ্যার ১১ শতাংশ দুর্যোগকবলিত হয়ে পড়ে। বস্তুত, জলবায়ু পরিবর্তনে সম্ভাব্য বেশি ঝুঁকিসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। এ প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবনজীবিকার ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা প্রশমনের কৌশল নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন কোষে (Climate Change Cell) গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। জনগণকে সতর্ক করার জন্য **পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বমূলক** নতুন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১৪৫। আমরা জানি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় ঝুঁকি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই আমাদেরকে চলতে হবে। এটাকে প্রতিরোধ করা দুরূহ, তাই প্রয়োজন এর সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা (adaptability) বাড়ানো এবং ক্ষতি প্রশমনের জন্য প্রয়াস চালানো। এ লক্ষ্যে আমরা **জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল** নামে একটি তহবিল গঠন করার এবং আগামী বছরের বাজেটে এ বাবদ ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আমি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাগুলোকে আমাদের এ তহবিলে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১৪৬। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার সরকার বেশ কয়েকটি বড় ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ২ হাজারের বেশি নতুন **বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র** নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেখানে প্রথম পর্যায়ে নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ও অগ্নি দুর্ঘটনা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী পরিমার্জন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৪৭। বনায়ন দৈবদুর্যোগের ঝুঁকি কমায়, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রাখে। বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের মোট ভূমির ১৭ শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য দ্রুত দেশের মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনায়নের আওতায় আনয়ন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ৪ হাজার ৫৫৭ হেক্টর বনভূমি জবরদখল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এসব জমিতে নতুন করে বনভূমি সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

প্রিয় দেশবাসী

১৪৮। এ পর্যায়ে আমি প্রস্তাবিত ব্যয় সংকুলানের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের বাজেটে প্রস্তাবিত রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম আপনাদের নিকট উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। তার আগে আমি প্রস্তাবিত রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব। আপনারা জানেন – আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যবৃদ্ধি এবং গত বছরের কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি রাজস্ব নীতি প্রণয়নের কাজটিকে সুকঠিন এক চ্যালেঞ্জে রূপান্তরিত করেছে। এই চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে।

১৪৯। প্রক্রিয়াগত দিক থেকে রাজস্ব আহরণ বাজেট প্রণয়নে আমরা সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছি। এবছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এফবিসিসিআইসহ খাতওয়ারি stakeholderগণের সাথে দু'মাসব্যাপি প্রাক-বাজেট আলোচনা সম্পন্ন করে রাজস্ব আহরণ বাজেট প্রণয়নে একটি নতুন মাত্রা (dimension) যোগ করেছে। আমি নিজেও খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ৬টি বিভাগীয় শহরে উপস্থিত হয়ে দেশের প্রায় সকল শিল্প-বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক সুধীবৃন্দের সাথে প্রাক-বাজেট আলোচনায় মিলিত হয়েছি। এই মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাজেট সম্পর্কে বহু মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া গেছে। এছাড়া সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে লিখিত আকারেও অনেক প্রস্তাব পেয়েছি। এসব প্রস্তাব, তথ্য ও উপাত্ত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনান্তে যেগুলো যৌক্তিক প্রতীয়মান হয়েছে সেগুলো বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

১৫০। আমি আগেই বলেছি – আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত কাম্য (optimum) অবস্থার চেয়ে অনেক নিচে। এ অনুপাত প্রতিবেশী সবক'টি দেশের তুলনায় কম। তবুও নতুন কর আরোপ বা বিদ্যমান করহার বৃদ্ধির পরিবর্তে আমরা নতুন করদাতা ও করের ক্ষেত্র অনুসন্ধান, কর প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সত্যিকার করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ করতে চাই। এ লক্ষ্যে বাজেটে আমরা রাজস্ব আহরণ ও প্রদানকারীর মধ্যকার দূরত্ব কমাতে কর কর্মকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ও তাদের ঐচ্ছিক

ক্ষমতা যথাসম্ভব সংকোচন, সম্মানিত করদাতাদের প্রতি সেবাধর্মী মনোভাব পোষণ, রাজস্ব আহরণে সকল প্রকার ভীতি ও বিভেদনীতি পরিহার, রাজস্ব আহরণ ও প্রদান পদ্ধতির সহজীকরণ, কর রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা পৃথকীকরণের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ, কর প্রদান পদ্ধতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে করদাতার আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর প্রদানকারীকে সামাজিকভাবে মর্যাদাবান করার বিষয়কে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছি।

রাজস্ব আহরণ পদ্ধতি সহজীকরণ ও সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

১৫১। কর প্রদানে সক্ষম অনেক করদাতা এখনও কর নেটের বাইরে রয়ে গেছেন। শুল্ক ও কর প্রদানে করদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর প্রদান প্রক্রিয়া তাদের কাছে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার ও নির্দেশিকা পুস্তক প্রকাশসহ টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। গৃহীত এ সকল কার্যক্রমের ফলে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বপ্রণোদিত হয়ে টিআইএন গ্রহণ, রিটার্ণ দাখিল এবং মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে।

১৫২। আয়কর প্রদানকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতি জেলায় প্রতিবছর ৩ জন সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী করদাতাকে এবং ২ জন দীর্ঘকাল কর প্রদানকারী করদাতাকে সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৫৩। রাজস্ব প্রশাসন আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আয়কর, শুল্ক ও মূসক বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব করছি–

(১) আয়কর বিভাগে কম্পিউটারায়নের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের কাজ এগিয়ে চলছে। অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এর ফলে আশা করা যায় – রাজস্ব আহরণ ও প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর হবে এবং রাজস্ব প্রশাসনের দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

(২) পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে দেশে বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন পদ্ধতি কার্যকর আছে। আমদানি পণ্য দ্রুত খালাস এবং রাজস্ব

ফাঁকি রোধের উদ্দেশ্যে ২০০০ সনে এ পদ্ধতি চালু করা হয়। আগামী ৩১ আগস্ট ২০০৮-এ বর্তমানে কর্মরত প্রি-শিপমেন্ট এজেন্সীসমূহের কার্যমেয়াদ শেষ হবে। পিএসআই এজেন্সীসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সরকার সজাগ। পিএসআই এজেন্সীসমূহের কার্যক্রমের ওপর মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে, অসদাচরণের অভিযোগে নিয়োগ বাতিলসহ কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। পিএসআই পদ্ধতি স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নয়। বাস্তব অবস্থার নিরিখে বাণিজ্য সরলীকরণের উদ্দেশ্যে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে এটা প্রবর্তন করা হয়েছিল। বর্তমানে শুল্ক বিভাগে জনবলের ঘাটতিসহ কিছু অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা রয়েছে। এ অবস্থায় পিএসআই পদ্ধতি প্রত্যাহার করা হলে শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় কিছু জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। সে কারণে সীমিত সময়ের জন্য পরিমার্জিত নীতিমালার আওতায় নব নিয়োগের মাধ্যমে পিএসআই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। শুল্ক বিভাগের অটোমেশন ও জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে গেলে যত শীঘ্র সম্ভব এ পদ্ধতি প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

(৩) অপ্রদর্শিত আয় উদ্‌ঘাটিত হলে শূন্য থেকে সর্বোচ্চ পাঁচগুণ পর্যন্ত জরিমানা আরোপের বিদ্যমান বিধান সংশোধন করে প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে নির্দিষ্ট (fixed) জরিমানা আরোপের বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি।

(৪) শুল্কায়ন কার্যক্রমকে সহজতর করা, কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাসের লক্ষ্যে কোন কোন পণ্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা, এইচএসকোডের সমন্বয় ও বিভাজন এবং নতুন এইচএসকোড তৈরি করে সে অনুযায়ী কাস্টমস আইন, ১৯৬৯-এর প্রথম তফশিল সংশোধন করা হয়েছে। শুল্ক প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কাস্টমস আইনের কয়েকটি ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং কয়েকটি নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

(৫) ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর খাতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতির প্রসার, আইন ও বিধি অধিকতর সহজ ও জবাবদিহিমূলক করার মাধ্যমে করদাতাদের কর আইনের স্বেচ্ছা প্রতিপালনে (Voluntary compliance) উৎসাহিত করার ওপর বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ২০০৮-০৯ অর্থবছরেও এ নীতি অপরিবর্তিত থাকবে। এই নীতির ধারাবাহিকতায় বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা অধিকতর সহজীকরণ, কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা হ্রাস, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) প্রসার ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১-এর কয়েকটি সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

কর ও শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস

আয়কর

প্রিয় দেশবাসী

১৫৪। ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে বর্তমান বছরের জন্য প্রযোজ্য করমুক্ত সীমা, মোট আয়ের স্তর ও করহার আগামী অর্থবছরেও বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। তবে মহিলা করদাতা এবং ৭০ বছরের অধিক বয়স্ক করদাতাদের করমুক্ত সীমা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি। স্মরণ করা যেতে পারে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে করমুক্ত সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছিল।

১৫৫। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির ক্ষেত্রে করহার ৩০ শতাংশের পরিবর্তে ২৭.৫ শতাংশ, পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি নয় এমন কোম্পানির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশের পরিবর্তে ৩৭.৫ শতাংশ, ব্যাংক-বীমাসহ আর্থিক কোম্পানি এবং মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

১৫৬। কোম্পানি করদাতার ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বিদ্যমান হার ১৫ শতাংশের পরিবর্তে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য তফশিলি হারে আয়কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

১৫৭। বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশের ১৬ সিসি ধারা অনুযায়ী লোকসান হলেও যে কোন কোম্পানিকে টার্ণওভারের ভিত্তিতে নির্ধারিত ন্যূনতম অংকের কর পরিশোধ করতেই হয় – যা আয়করের মূলনীতির পরিপন্থী। তাই আয়কর অধ্যাদেশের ১৬ সিসি ধারা বিলোপ করার প্রস্তাব করছি।

আমদানি শুল্ক

প্রিয় দেশবাসী

১৫৮। দেশীয় শিল্পের বিকাশ বিবেচনা করে আমদানি শুল্কের বিদ্যমান তিন স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামোকে চার স্তরে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি –

(১) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান রেয়াতি শুল্কহার ৫ শতাংশ থেকে কমে হবে ৩ শতাংশ।

(২) মৌলিক কাঁচামালের ওপর শুল্কহার ১০ শতাংশ থেকে কমে হবে ৭ শতাংশ।

(৩) অন্তর্বর্তী কাঁচামালের ওপর শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে কমে হবে ১২ শতাংশ।

(৪) সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫ শতাংশ অব্যাহত থাকবে। খাদ্যদ্রব্য, সার, ওষুধ এবং কাঁচাতুলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্য শতাংশ শুল্ক অপরিবর্তিত থাকবে।

১৫৯। রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ দ্রুত খালাস ও শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান প্রথা রহিত করে ১ শতাংশ হারে বিশেষ রেয়াতি শুল্ক সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। একইসাথে বস্ত্রশিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রেও রপ্তানিমুখী শিল্পের ন্যায় ১ শতাংশ এবং উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৩ শতাংশ রেয়াতি শুল্ক সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

কৃষিখাতের উন্নয়নে সুষম শুল্ক কাঠামো ও কর প্রণোদনা

প্রিয় দেশবাসী

১৬০। কৃষিখাতে অধিকতর সুবিধা নিশ্চিত করে কৃষিখাতের উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি আমি নিম্নরূপ শুল্ক ও কর প্রণোদনার প্রস্তাব করছি –

(১) কৃষি আয় ছাড়া আর কোন আয় নেই এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে সাধারণ করমুক্ত সীমার পরেও অতিরিক্ত আরও ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত রয়েছে। করমুক্ত এই অতিরিক্ত আয়ের সীমা আরও ১০ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব

করছি। ফলে কেবল কৃষি আয় রয়েছে এমন ব্যক্তিকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কেবল কৃষি আয় আছে এমন মহিলা করদাতা ও ৭০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতাকে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য আয়কর প্রদান করতে হবে না।

(২) মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগির খামার, গবাদিপশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, মাশরুম উৎপাদন খামার, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন এবং ফুল ও লতাপাতার চাষ থেকে উদ্ভূত আয়কে আরও তিন বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

(৩) কৃষি প্রক্রিয়াকরণ (agro-processing) শিল্পকে কর অবকাশের জন্য নির্ধারিত শিল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

(৪) প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ কৃষিজমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণের ফলে চাষযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তাই চাষযোগ্য কৃষিজমি অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিকল্পিত আবাসন খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, জেলা সদরের পৌরসভা ও ঢাকা জেলার কোন পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় নবনির্মিত বহুতল ভবনের যে কোন আয়কে আগামী ১০ বছরের জন্য করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

(৫) কৃষিকাজে ব্যবহার্য সার ও বীজের ওপর শূন্য শতাংশ আমদানি শুল্কহার অব্যাহত থাকবে। কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত পোলট্রি ফিড তৈরির মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানিও সম্পূর্ণ শুল্ককরমুক্ত থাকবে। এছাড়া ডেইরি ও পোলট্রি শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া আছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ড-ফ্লুর কারণে পোলট্রি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিদ্যমান শুল্ক সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

(৬) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন – সেচপাম্প, ডিজেল ইঞ্জিন ও ট্রাক্টরের বিভিন্ন স্তরের আমদানি শুল্কহার সার্বিকভাবে হ্রাস করে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসাবে ৩ শতাংশ রেয়াতি শুল্ক সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

(৭) পোলট্রি শিল্পের বিকাশের জন্য ব্যবহার্য বাচ্চা পরিবহন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত প্লাস্টিক ট্রে এবং বীজতলার জন্য নার্সারি ট্রে-কে বিশেষ শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করে আরোপযোগ্য সমুদয় শুল্ককর হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হলো। বর্তমানে পোলট্রি অথবা গবাদিপশু খাদ্যের মত মৎস্যখাদ্যের ক্ষেত্রেও সমুদয় শুল্ককর হতে অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

১৬১। বর্তমানে আয়কর আইনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য কোন আয়কর প্রণোদনার বিধান নেই। পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত যে সকল শিল্পের বার্ষিক টার্ণওভার ২৪ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম এমন শিল্পকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে করদাতা নির্বিশেষে এর আয় করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি –

(১) হ্যান্ডিক্রাফট্স রপ্তানি থেকে উদ্ভূত আয় আগামী ১ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

(২) কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কোন মূসক প্রযোজ্য নয়। তাই SME সেক্টরের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় কুটিরশিল্পের সুবিধার শর্ত হিসেবে প্ল্যান্ট, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধনের সীমা ৭ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক টার্ণওভারের সীমা ২০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৪ লক্ষ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করছি এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ঘটবে।

(৩) ক্ষুদ্র ও কর্মসংস্থান বান্ধব ও শ্রমঘন শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে হাতে তৈরি বিস্কুট-এর উৎপাদন পর্যায়ে এবং হস্তচালিত তাঁতে কৃত্রিম আঁশ ও সুতার তৈরি ফেব্রিক্স-এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করছি।

১৬২। **তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রসারের** লক্ষ্যে আমি নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি –

(১) কম্পিউটার সফট্ওয়্যার তৈরি, ডাটাপ্রসেসিং, ডাটাএন্ট্রি এবং কল সেন্টারের ব্যবসা থেকে উদ্ভূত আয়কে আগামী ১ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩০ জুন ২০১১ তারিখ পর্যন্ত করমুক্ত রাখা।

(২) কম্পিউটারের সাধারণ অবচয় হার ২০ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশে নির্ধারণ করা।

(৩) ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর ও মূসক রহিত করা।

(৪) মোবাইল ফোন ব্যতীত টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উপখাতকে কর অবকাশের অন্তর্ভুক্ত করা।

(৫) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রীর জন্য বিদ্যমান রেয়াতি শুল্ক হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশে নির্ধারণ করা।

কর অবকাশ ও ত্বরায়িত অবচয়

প্রিয় দেশবাসী

১৬৩। কর অবকাশ সুবিধা উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করে বলা হলেও শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। তা সত্ত্বেও শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার জন্য ভিন্ন আঙ্গিকে আগামী ১ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩০ জুন ২০১১ এর মধ্যে যেসব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলোর জন্য কর অবকাশ সুবিধা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। এর ধারাবাহিকতায় আমি কর অবকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি –

(১) ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত) স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে –

- প্রথম দুই বছর আয়ের ১০০ ভাগ করমুক্ত;
- পরবর্তী দুই বছর আয়ের ৫০ শতাংশ করমুক্ত; এবং
- পরবর্তী এক বছর আয়ের ২৫ শতাংশ করমুক্ত।

(২) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল বিভাগে এবং তিন পার্বত্য জেলায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে –

- প্রথম তিন বছর আয়ের ১০০ ভাগ করমুক্ত;
- পরবর্তী তিন বছর আয়ের ৫০ শতাংশ করমুক্ত; এবং
- পরবর্তী এক বছর আয়ের ২৫ শতাংশ করমুক্ত।

(৩) কর অবকাশের বিদ্যমান খাতসমূহ বহাল রেখে এগ্রোপ্রসেসিং, ডায়মন্ড কাটিং, বিলেট থেকে স্টীল উৎপাদন, পাটশিল্প, বস্ত্রখাতের বিভিন্ন ইউনিট, পাতালরেল, মনোরেল এবং মোবাইল ফোন ব্যতীত টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

(৪) কর অবকাশের পাশাপাশি ৩০ জুন ২০০৮-এ সমাপ্য ত্বরায়িত অবচয়ের বিদ্যমান বিধান ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

অন্যান্য সুবিধা ও সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

১৬৪। এবার আমি উল্লেখযোগ্য আরও কিছু সুবিধা ও সংস্কারের প্রস্তাব করছি –

(১) মূল্য সংযোজন করের প্রারম্ভিক ভিত্তি (Threshold) ২০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৪ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ।

(২) বাড়িভাড়া হতে উৎসে কর কর্তনের সীমা ১৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ২০ হাজার টাকা অতিক্রম না করলে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

(৩) পাট ও বস্ত্রখাতে রেয়াতি ১৫ শতাংশ হারে আয়কর আরোপের বিদ্যমান বিধান আগামী ১ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

(৪) বিলাসবহুল অথচ অপ্রয়োজনীয় যানবাহন আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে উচ্চতর সিসি সম্পন্ন যানবাহনের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক যথাক্রমে ৬০, ১০০, ২৫০ ও ৩৫০ শতাংশে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রস্তাব করছি।

(৫) বিলাসবহুল নয় অথচ শিল্পের কাঁচামাল ও যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত ১৫০০ থেকে ১৮০০ সিসি পর্যন্ত সাধারণ মাইক্রোবাসের ওপর সম্পূরক শুল্কহার ৬০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(৬) রিকন্ডিশনড্ (Re-conditioned) গাড়ির ছদ্মাবরণে নতুন গাড়ি আমদানির প্রবণতা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে রিকন্ডিশনড্ গাড়ি হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সময় ৩৬৫ দিন এবং ন্যূনতম ১০০০ কিলোমিটার চলার শর্ত আরোপের এবং ডিলার্স কমিশন ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি রিকন্ডিশনড্ যানবাহন জনগণের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বছরভিত্তিক অবচয় পুনর্বিন্যাস করে যথাক্রমে ৫, ১০, ২০ ও ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। বিশেষ শুল্ক সুবিধায় আমদানিকৃত ট্যাক্সি ক্যাবকে অন্ততঃপক্ষে আট বছর ট্যাক্সিক্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পর প্রাপ্ত রেয়াতি শুল্ককরের ২০ শতাংশ পরিশোধ সাপেক্ষে সাধারণ পরিবহন হিসেবে হস্তান্তর ও রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(৭) আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে চিনি, লৌহজাত নির্মাণসামগ্রীর কাঁচামালের (মেল্টিং স্ক্র্যাপ ও রি-রোলেবেল স্ক্র্যাপ) ওপর নির্দিষ্ট শুল্ক (specific duty) আরোপের প্রস্তাব করছি এবং এমএস বার ও রডের ওপর হতে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

(৮) দেশে মুদ্রণশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিন্তু ছাপার কাগজের ওপর উচ্চ শুল্কহার আরোপিত থাকায় ও ছাপানো কাগজের ওপর অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক আরোপিত থাকায় সার্বিকভাবে দেশের প্রকাশনা শিল্পসহ দেশজ ছাপাখানাগুলো অসম প্রতিযোগিতার

সম্মুখীন হচ্ছে। তাই ছাপার কাজে ব্যবহৃত কাগজের ওপর শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ ও ছাপানো কাগজের ওপর শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। দেশজ কাগজ শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে কাগজ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল পাল্প ও ওয়েস্ট পেপারের ওপর শূন্য শতাংশ শুল্কহার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

(৯) কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত শিশুদের ছবির বই ও ছবি আঁকার বই-এর ওপর ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপিত আছে। অনেকক্ষেত্রেই বইগুলো দেশজ সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিশুদের মাঝে দেশীয় মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ সংস্কৃতি সংরক্ষণের স্বার্থে এধরনের বই-এর ওপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

(১০) জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে সিগারেট উৎপাদনের কাঁচামাল ও এর ওপর ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং এর প্যাকেট তৈরিতে ব্যবহৃত কাগজের ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

(১১) খেজুর প্রধানত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের ইফতারে ব্যবহৃত হওয়ায় তা পবিত্র রমজান মাসে বেশি আমদানি হয়ে থাকে। খেজুরের ওপর আরোপিত ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

(১২) ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত ইনহেলার একচুয়েটর-এর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৭ শতাংশ করার এবং সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

(১৩) থ্যালাসেমিয়া শিশুদের একটি ঘাতক ব্যাধি। ব্যয়বহুল এ চিকিৎসার ওষুধ দেশে তৈরি হয় না। জীবনসংহারী থ্যালাসেমিয়া রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার্য ওষুধের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও মূসক প্রত্যাহার করে শূন্য শতাংশ করা হয়েছে। জীবনরক্ষাকারী ওষুধের আমদানির ওপর বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

(১৪) আমদানি-বিকল্প (Import Substitute) পণ্যের স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে কতিপয় পণ্যের আমদানি শুল্কহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। একই উদ্দেশ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ তৈরিপণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি দেশীয় শিল্পকে

উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কয়েকটি কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্কহার হ্রাসের প্রস্তাব করছি।

(১৫) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী বাংলাদেশী নাগরিকগণ দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় সাথে করে সাধারণমানের ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি নিয়ে আসেন। কিন্তু এসব সরঞ্জামাদির ওপর শুল্ককর আরোপিত থাকায় বিমানবন্দরে ভোগান্তির শিকার হন। এধরনের অনাকাঙ্খিত ভোগান্তি নিরসনকল্পে শুল্ককর ব্যতিরেকে খালাসের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাগেজ রুলের সংশোধন প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

১৬৫। করের ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমি নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি –

(১) কোন বছরে কোন করদাতার বৈধ উপায়ে অর্জিত অপ্রদর্শিত আয় থাকলে এ আয়ের ওপর ২০০৮-০৯ করবছরের প্রযোজ্য হারে আয়কর এবং প্রযোজ্য আয়করের ৭ শতাংশ হারে জরিমানা পরিশোধ করার শর্তে আগামী ১ জুলাই ২০০৮ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০০৮-এর মধ্যে নির্ধারিত ছকে এই অপ্রদর্শিত আয় ঘোষণার সুযোগ প্রদান করে একটি এসআরও জারির প্রস্তাব করছি।

(২) বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য পরিশোধযোগ্য বিলের ওপর বিল পরিশোধকারী কোম্পানি বা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হতে ৩ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি।

(৩) ভাড়ায় প্রদানকৃত মেশিনারি এবং খালি জায়গার ভাড়ার পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা অতিক্রম করলে ভাড়া পরিশোধকারী কোম্পানি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি।

(৪) বীমা এজেন্টদের আয় ৪০ হাজার টাকা অতিক্রম করলে বর্তমানে ৭.৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান আছে। আগামী অর্থবছর থেকে যে কোন অংকের বীমা কমিশন প্রদানকালে উৎসে কর কর্তনের হার ৭.৫ শতাংশের স্থলে ৩ শতাংশে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

(৫) বর্তমানে নতুন ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও নবায়নের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন হতে ১ হাজার টাকা করে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের বিধান রয়েছে। ব্যবসা শুরুর পূর্বেই অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের বিষয়টি যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করে আমি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুকরণের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করছি। অপরদিকে সকল সিটি কর্পোরেশন ও সকল পৌরসভা হতে কেবল ট্রেড লাইসেন্স নবায়নকালে ৫০০ টাকা হারে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের প্রস্তাব করছি।

(৬) সকল বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বেতন আয় করমুক্ত হওয়া সংক্রান্ত বর্তমান বিধান বিলোপ করার প্রস্তাব করছি।

(৭) মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা মুখ্যত রেয়াত ও অডিটভিত্তিক। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ পণ্য ও সেবা বিনিময়ে কোন রেকর্ড না থাকায় ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রয়বিক্রয়ে রেকর্ডপত্র-চালানপত্র সংরক্ষণ করতে পারেন না। ফলে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ থেকে তারা বঞ্চিত হন। এই অসুবিধা দূরীকরণ এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সঠিক হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরে অবস্থিত বড় ও মাঝারি সেবা প্রদানকারী ও ব্যবসায়ী কর্তৃক ১ জুলাই ২০০৮ হতে ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) ব্যবহার বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছিল। ECR সংগ্রহ এবং এই টেকনিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হওয়ায়, বাস্তবতার নিরিখে বাধ্যতামূলকভাবে ECR ব্যবহারের সময়সীমা ও আওতা সংশোধন করে বিভাগীয় শহরে ১ জানুয়ারি ২০০৯ এবং জেলা শহরে ১ জুলাই ২০০৯ থেকে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। বর্তমানে ECR মেশিন আমদানির ওপর আমদানি শুল্ক মওকুফ রয়েছে। ECR মেশিন সাধারণ ব্যবসায়ীদের জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে আমদানি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর, ৩ শতাংশ অগ্রিম আয়কর ও ১.৫ শতাংশ অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর মওকুফের প্রস্তাব করছি। এর ফলে ECR মেশিন আমদানির ওপর আর কোন প্রকার শুল্ককর প্রযোজ্য হবে না।

(৮) মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা'-র ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি। একইসাথে উল্লিখিত সেবা এবং জনস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর জর্দা ও গুল-এর ক্ষেত্রে টার্ণওভার নির্বিশেষে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

(৯) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ দেশের বিভিন্ন ধুমপান বিরোধী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের অনুরোধ ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় সিগারেটের মূল্যস্তর, বিড়ির ট্যারিফ মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

(১০) দেশীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো তাদের চ্যানেলে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ওপর ১৫ শতাংশ হারে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচারিত বিদেশী চ্যানেলসমূহে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তার ওপর কোন মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করা হচ্ছে না। যদিও বিদেশী চ্যানেলের বিজ্ঞাপন সরাসরি বাংলাদেশের ভোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নয় তবুও আমাদের দেশে এ সকল বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি চাহিদা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী চ্যানেলে প্রচারিত চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে অবাধে প্রদর্শিত হচ্ছে। বিদেশী চ্যানেলের স্বত্ত্বাধিকারী বা চ্যানেল ডিষ্ট্রিবিউটরগণ প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ওপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করছেন না বিধায় সরকার ন্যায্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটরদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

১৬৬। চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় রাজস্ব আহরণে মূল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪৩ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা। রাজস্ব আয়ের গতিধারা বিশ্লেষণ করে সংশোধিত কর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪৫ হজার ৯৭০ কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি। চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের গতিধারা পর্যালোচনা, জিডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনা করে এবং রাজস্ব আহরণের প্রশাসনিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে

৫৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৮.৬ শতাংশ বেশি। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আয়কর ১৩ হাজার ৫৪ কোটি টাকা, আমদানি পর্যায়ে শুল্ককরাদি ২২ হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ১৮ হাজার ৩৫৪ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক ৫৫৬ কোটি টাকা। বাজেটে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে এবং প্রভাবক উপাদানসমূহ অপরিবর্তিত থাকলে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা শুধু অর্জন নয় অতিক্রম করাও সম্ভব হবে।

জনপ্রশাসন

প্রিয় দেশবাসী

১৬৭। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হতে সৃষ্ট অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির ফলে নির্ধারিত আয়ের জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ব্যয়নির্বাহে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিদ্যমান বেতন কাঠামো বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই বিদ্যমান অবস্থার নিরিখে সকল শ্রেণীর সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজনে আগামী অর্থবছরের শুরুতেই একটি বেতন কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে জুলাই ২০০৮ হতে ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সরকার হতে পেনশন গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রেও ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পেনশনের বিদ্যমান অংশের অনুপাতে নির্ধারিত হবে। আমি আনন্দের সাথে আরো জানাতে চাই – পেনশন গ্রহণকারীদেরকে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মতই পূর্ণ উৎসব ভাতা প্রদানেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১৬৮। পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক দুর্যোগসৃষ্ট প্রবল বাধা এবং বিশ্ববাজারে বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে অর্জন আমাদের কর্মমেয়াদে তার ধারা আমরা অক্ষুণ্ন রেখেছি। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকগুলোই তার প্রমাণ। অর্থনীতির আর্থিক গভীরতা (financial deepening) গত অর্থবছরের ৪৪ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে এবং ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ মোট ঋণপ্রবাহের ৭৫ থেকে ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থনীতির উন্মুক্ততার সূচক

৪১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২.২ শতাংশে এবং ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের অংশীদারিত্ব গত অর্থবছরের ৬০ শতাংশ থেকে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

১৬৯। আমি আগেই উল্লেখ করেছি – গত বছরের মত এবারের বাজেট প্রণয়নকালেও আমরা দেশের পেশাজীবী, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যাপক মতবিনিময় করেছি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দিক-নির্দেশনাও গ্রহণ করেছি। উপদেষ্টা পরিষদের মাননীয় উপদেষ্টাবৃন্দ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সাথেও বিদ্যমান খাদ্যসঙ্কট, চলমান সংস্কার এবং বাজেট অগ্রাধিকার নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় করেছি। এসব আলোচনা ও পর্যালোচনায় যে পরামর্শ পেয়েছি তা বাজেট প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজে লেগেছে। এ সুযোগে আমি বাজেট আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় দেশবাসী

১৭০। এ মুহূর্ত থেকে দেশের যে কোন জায়গা হতে যে কেউ প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর যে কোন পরামর্শ বা মতামত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেইল করে বা চিঠি আকারে পাঠাতে পারেন। ১৬ জুন ২০০৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাব কিংবা পরামর্শ আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব। গ্রহণযোগ্য পরামর্শগুলো আমরা বাজেটে প্রতিফলিত করার ব্যবস্থা নেব এবং এ মাসের শেষ সপ্তাহে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তা চূড়ান্ত করা হবে।

১৭১। আপনারা জানেন, দেশের অর্থনীতিকে সচল ও প্রবৃদ্ধিমুখী রাখার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গভাবে সক্রিয় ও কার্যকর একটি সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। তাই বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। গত এক বছরের অধিক সময় ধরে সরকার বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ ও লালনে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছে, প্রয়োজনে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও প্রতিষ্ঠা করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সংহত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করার বিষয়টিকে আমাদের সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১৭২। দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর ও গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া কেবল সরকারের একক ভূমিকা এক্ষেত্রে কোন ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে না। তাই আসুন, আমাদের সকলের মিলিত প্রয়াসে আমরা মজবুত করে তুলি আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যা আমাদের সুকৃতির স্মারক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুপ্রেরণা দেবে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ